টেকসই উন্নয়ন

হাস্কিং মিলের পরিবেশের দূষণ কমানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

টেকসই উন্নয়ন

হাস্কিং মিলের পরিবেশের দূষণ কমানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উপদেষ্টা
ড. মুহম্মদ শহীদ উদ জামান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সম্পাদক
মোঃ আবু শাহিন
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)
বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি)

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইএসডিও-এসইপি, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলা
মোঃ আতিকুজ্জামান রাজিব, ডকুমেন্টেশন অফিসার, ইএসডিও-এসইপি

আলোকচিত্র
মোঃ কাকন মুশতাকিম, ফটোগ্রাফার, ঠাকুরগাঁও

ডিজাইন ও মুদ্রণ
মোঃ নাদিমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইএসডিও

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২৩

প্রকাশনায়
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সার্বিক সহযোগিতায়
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এসইপি, পিকেএসএফ

সূচিপত্র

প্রাক্-কথন	৫
প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৬
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট	৬
উপ-প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট	৭
উপ-প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৮
উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৮
উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য	৮
উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৮
এক নজরে উপ-প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহ	৯
এক নজরে উপ-প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি	৯
সাধারণ তথ্যাবলি	৯
ক্ষুদ্র উদ্যোগের ধরন	১০
ক্ষুদ্র-উদ্যোগের সংখ্যা	১০
কভারেজ	১১
এরিয়া ম্যাপ	১২
উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবা সমূহের বিবরণ	১৩
উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সমূহের পরিচিতি	১৩
উপ-প্রকল্পের কার্যাবলির মাধ্যমে অর্জন	১৬
আয় বর্হিভূত সাধারণ কাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ	২১
আর্থিক সেবাসমূহ	২৬

কমন সার্ভিস সেবাসমূহ	২৮
ক. আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা	২৮
খ. আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা	২৯
উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	৩১
পরিবেশগত চর্চাসমূহ	৩৩
পরিবেশগত চর্চাসমূহের পরিচিতি	৩৩
চর্চাসমূহ রপ্ত করায় মাঠ পর্যায়ে যে উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছে	৩৪
পরিবেশগত চর্চা কার্যক্রমের আওতায় কাজের অগ্রগতি	৩৫
পরিবেশ চর্চাসমূহের স্থিরচিত্র	৩৬
এক নজরে উপ-প্রকল্পের ফলাফলসমূহ	৩৮
উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় চ্যালেঞ্জসমূহ	৩৯
লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের জন্য পরামর্শসমূহ	৪০
উপ-প্রকল্পের অর্জনসমূহ	৪১
উপ-প্রকল্পের অর্জন	৪১
ছয়টি সূচকে উপ-প্রকল্পের অর্জন	৪৩
উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখনসমূহ	৪৪
উপ-প্রকল্পের ধারণা সমূহের টেকসহিতা	৪৫
সফলতার গল্প	৪৬
সফলতার গল্প	৪৭
সফলতার গল্প	৪৮
সফলতার গল্প	৪৯
উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ	৫০
ফটো গ্যালারি	৫২

প্রাক্-কথন

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংহতিপূর্ণ একটি আদর্শ লক্ষ্য রেখে ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ১৯৮৮ সালে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি জনমুখী সংস্থা হওয়ায় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে বৈষম্য ও অবিচার থাকবে না, কোনো শিশু ক্ষুধায় কাঁদবে না, কোনো জীবন দারিদ্র্যের কারণে নিঃশেষ হবে না। প্রায় সাড়ে তিন দশক অক্লান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে ইএসডিও অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করে জীবনের একটি অর্থবহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রায়, ইএসডিও বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখেছে এবং বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সময় উপযোগী সেবা প্রদান করেছে। একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং জনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে ইএসডিও জাতীয় নীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বিবেচনা করে এর কার্যক্রম পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) অন্যতম সক্রিয় সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ২৮৩টি উপজেলার প্রায় ১০ মিলিয়ন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত “Sustainable Enterprise Project (SEP)” প্রকল্প আওতায় “চাল কল (খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ)”, উপ- প্রকল্পের অধীন “হাস্কিং মিলের পরিবেশের দূষণ কমিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ” উপ-প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ ও সদর উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ১০০০ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপর্যুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সর্বোপরি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবেশসম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইএসডিও-কে সুযোগ প্রদান করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইয়েলে-এর ২০১৬ এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স-২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৩ তম স্থানে রয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমইএস) দ্বারা দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং অবক্ষয়, ক্রমবর্ধমানভাবে বায়ু, মাটি এবং পানিদূষণকে ব্যাপক হারে বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে।

বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় শিল্পায়নের প্রভাব বড় ও মাঝারি শিল্পসহ দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোতেও দৃশ্যমান। উদ্যোক্তাদের উদাসীনতার ক্ষেত্র বিশেষে তাদের অজ্ঞতা ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমান মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ পরিবেশ টেকসহিতাকে আরও বিপন্ন করে তুলছে। অথচ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠি জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল। এইসব ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৫৬% এবং জিডিপির প্রায় ২৫% সংস্থান হচ্ছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশগত টেকসহিতা ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা (Climate Resilience) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবেশ টেকসহিতা রক্ষায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ। প্রকল্পের সূচনালগ্ন (২০১৮) থেকেই পিকেএসএফ লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলন সমূহ বাস্তবায়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। প্রকল্পের আওতায় কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের আওতায় জেলা ভিত্তিক সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছসমূহ কে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসইপি প্রকল্পটি ৩০ টি সাব-সেক্টর ৬৪ টি উপ-প্রকল্পে বিভক্ত হয়ে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে ৪৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৩৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকল্পটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত : (ক) পরিষেবাগুলোর মান উন্নত করা এবং সিস্টেমগুলোকে সক্ষম করা; (খ) বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পরিবেশবান্ধব এবং স্থিতিস্থাপক মাইক্রো এন্টারপ্রাইজসমূহের জন্য অর্থের অভিগম্যতা শক্তিশালী করা এবং (গ) প্রকল্প পরিচালনা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। এছাড়াও প্রকল্পটি অগ্রাধিকার দেয় : (১) দূষণকারী মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ক্লাস্টারগুলোর নির্বাচন করা, যেন দূষণ কমিয়ে সম্পদের সদ্ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং (২) উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যা পরিবেশবান্ধব ব্যবসা এবং জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

এসইপি এর মূল উদ্দেশ্য হল- ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা রপ্তকরণ ও অনুশীলন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে সহযোগী সংস্থা ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তর, মার্কেট লিংকেজ ও বিপণন সম্প্রসারণ, ব্র্যান্ডিং, ইকো-লেভেলিং শীর্ষক কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ব্যবসা ও পরিবেশগত সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই ও স্থিতিশীল উদ্যোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব ও অরাজস্ব আয়ের জন্য সাধারণ সেবা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর আর্থিক সেবা লাভের সুযোগ বর্ধিত করতে পিকেএসএফ 'অগ্রসর প্রোগ্রাম' এর আওতায় নিয়মিত ঋণ বিতরণ সেবা অব্যহত রেখেছে।

উপ-প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ ও সদর উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও সদর উপজেলার অন্তর্গত এলাকায় সহস্রাধিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা চাল কলে চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এই সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশির ভাগ উদ্যোক্তা স্বয়ংক্রিয় চাল কল (অটো রাইসমিল) ও আধা স্বয়ংক্রিয় চাল কলে (সেমি অটো রাইসমিল) বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করে ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে উৎপাদিত চাল দেখতে সুন্দর ও চকচকে হলেও চালের প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ ঠিক থাকে না। এসব এলাকার চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ হাস্কিং মিলসমূহের মালিক কিংবা কর্মচারীদের ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যতীত পরিবেশ বান্ধব উপায়ে অধিক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। অথচ বর্তমান বাজারে নিরাপদ চাল ও ফুল গ্রেইন চালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের মাঝে কম্পোনেন্ট-১ এর অধীনে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবামূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনে হাস্কিং মিল ও চালের সর্টার মেশিন স্থাপন, চাল মোড়কীকরণের জন্য পাটের কাপড় থেকে পাটের বস্তা তৈরির জন্য ছোটো পরিসরে কারখানা স্থাপন, চাল কলের উপজাত ধানের খৈল থেকে উচ্চ জ্বালানি সম্পন্ন চারকোল তৈরির মেশিন স্থাপন, চালের গুঁড়া ও তুষ থেকে গরু ও মাছের খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন, পরিবেশের বায়ু দূষণকারী ছাই থেকে ইকো-ব্রিকস্ তৈরির ইউনিট স্থাপন, চাল কলের উপজাত হিসেবে সৃষ্ট ছাইকে কৃষি জমিতে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি জমিতে ছাইয়ের ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর জন্য নতুন উদ্যোক্তা গঠন ও ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নমনীয় "সাধারণ সেবা ঋণ" প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি আয় বহির্ভূত সাধারণ কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হিসেবে ব্যবসাগুচ্ছে ইকো-ব্রিকস্ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণ, দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে চাল কলে উন্নত পরিবেশবান্ধব চিমনি নির্মাণ, মাটির গুণগত মান উন্নয়নের জন্য মাটি পরীক্ষা, ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। উন্নতমানের প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়া করে, ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্যোক্তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)"-এর আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা "ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)" কর্তৃক "চাল কল (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ)" সাব-সেক্টরের আওতায় একটি বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা (DSPP) পিকেএসএফ-এ দাখিল করে। যা দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ ও সদর উপজেলা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ১০০০ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের মধ্য দিয়ে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

উত্তরের সীমান্ত জেলা দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় হাজারো উদ্যোক্তা চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ধান-চালের ব্যবসায় জড়িত। জেলা দুটির অটো ও সেমি অটো রাইসমিল এবং হাস্কিং মিলে ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাতকরণে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগের প্রবণতা ছিল অত্যাধিক। রাসায়নিক প্রয়োগে চাল দেখতে চকচকে হলেও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলতে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় 'হাস্কিং মিলের পরিবেশ দূষণ কমানোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ' উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ-এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজেস প্রকল্প (এসইপি)-এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এই বিশেষ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অনন্য পুষ্টিগুণ ও স্বাদের কারণে ইতোমধ্যেই ফুল গ্রেইন চালের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পুষ্টিগুণ অটুট থাকার কারণে ফুল গ্রেইন চাল সবসময়ই সাদা চালের চেয়ে অন্যতম প্রধান বিকল্প।

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক পরিবেশগত উন্নয়ন, নিরাপদ ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের ছয়টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১. ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াকরণে উৎপাদনে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার না করা।
২. নিরাপদ ও পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চালের ব্র্যান্ড তৈরির মধ্য দিয়ে বাজার সম্প্রসারণ করা।
৩. চাল কলের উপজাত ধানের গুঁড়া (তুষ) থেকে পুষ্টিকর গরু ও মাছের খাদ্য উৎপাদন করা।
৪. চাল প্রক্রিয়াকরণে ধানের খৈল থেকে উচ্চজ্বালানি ক্ষমতাসম্পন্ন চারকোল তৈরি করা।
৫. চাল কল থেকে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণকারী ছাই থেকে পরিবেশবান্ধব ইকো-ব্রিকস্ (ইট) তৈরি করা।
৬. চাল কলের ছাই প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষি কাজে ছাই-এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা তৈরি করা।

এক নজরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ

১. চাল কল থেকে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন প্রক্রিয়াকেন্দ্র (উন্নত হলার ও ডিসটোনার মেশিন) স্থাপন করা হয়েছে।
২. ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক চাল মোড়কজাত করার জন্য স্বল্প পরিসরে পাটের ব্যাগ উৎপাদন করা হচ্ছে।
৩. ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক চাল কল থেকে সৃষ্ট বর্জ্য (ছাই) থেকে ইকো-ব্রিকস্ প্রস্তুতকরণ করা হচ্ছে, ব্যাপক পরিমাণে মানুষ ইকো ব্রিকস্ ব্যবহার করছে।
৪. ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক চাল কল থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ধানের খৈল থেকে জ্বালানি চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে।
৫. নিরাপদ পুষ্টি সম্পন্ন ফুল গ্রেইন চালের বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবে ফুল গ্রেইনচালের পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা হয়েছে।
৬. মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধির জন্য মাটি পরীক্ষা।
৭. সনদায়ন ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
৮. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হেলথ ক্যাম্প আয়োজন ও অগ্নি সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহসহ প্রশিক্ষণ।
৯. ইকো ব্রিকস্ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর টয়লেট নির্মাণ।
১০. ফ্লাই এ্যাশ বা ছাই দ্বারা সৃষ্ট দূষণ কমানোর জন্য ছাই সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার।

এক নজরে উপ-প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি

সাধারণ তথ্যাবলি

• সংস্থার নাম	:	**"ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)"**
• অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (সাব-সেক্টর)	:	চাল কল (খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ)
• উপ-প্রকল্পের নাম	:	হাস্কিং মিলের পরিবেশের দূষণ কমানোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ
• কর্মএলাকা	:	জেলা- ২টি; দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও, উপজেলা- ৫টি; বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ ও দিনাজপুর সদর উপজেলা ও ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ উপজেলা, ইউনিয়ন-১০ টি; সুজালপুর, সাতুর, ভোগনগর, বোচাগঞ্জ পৌরসভা, মুরশিদহাট, দিনাজপুর সদর পৌরসভা, আউলিয়াপুর, রুহিয়া, জামালপুর ও পীরগঞ্জ পৌরসভা।
• মোট ঋণ গ্রাহক সংখ্যা	:	১০০০ জন
• প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	৩ বছর (২০১৯-২০২৪)
• অগ্রসর এর জন্য অনুমোদিত ঋণ	:	২০.০০ কোটি
• উপ-প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট-১ এর জন্য বাজেট	:	৫.৩১ কোটি

ক্ষুদ্র উদ্যোগের ধরন

এই প্রকল্প কর্মএলাকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তাকে সম্পৃক্ত করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে। লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে হাস্কিং মিল, জুট মিল ব্যবসায়ী, অটো রাইস মালিক, ইকো-ব্রিকস্ ব্যবসায়ী, ব্রান ব্যবসায়ী, মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী এবং ট্রাক্টর ক্রয়, চারকোল ব্যবসায়ী, মেশিনারিজ বিক্রয়কারী, গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী, ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী, মাছের খাবার ব্যবসায়ী, ধান উৎপাদনকারী, চাউলের ব্যবসায়ী, ধান ব্যবসায়ী, ছাই ব্যবসায়ী, ধানের পাইকার/মধ্যস্থতাকারী, পাটজাত বস্তা ব্যবসায়ী এবং সেচ পাম্প ব্যবসায়ী উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের ধরন	
হাস্কিং মিল	জুট মিল ব্যবসায়ী
অটো রাইস মালিক	ইকো-ব্রিকস ব্যবসায়ী
ব্রান ব্যবসায়ী	মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী এবং ট্রাক্টর ক্রয়
চারকোল ব্যবসায়ী	মেশিনারিজ বিক্রয়কারী
গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী	ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী
মাছের খাবার ব্যবসায়ী	ধান উৎপাদনকারী
চাউলের ব্যবসায়ী	ধান ব্যবসায়ী
ছাই ব্যবসায়ী	ধানের পাইকার/মধ্যস্থতাকারী
পাটজাত বস্তা ব্যবসায়ী	সেচ পাম্প ব্যবসায়ী

ক্ষুদ্র-উদ্যোগের সংখ্যা

হাস্কিং মিলের পরিবেশ দূষণ কমানোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ উপ-প্রকল্পটি দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার মোট ১০০০ জন উদ্যোক্তাদের নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উদ্যোক্তাগণ দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় চাল উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত। প্রকল্প থেকে উদ্যোক্তাদের চাল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পরিবেশবান্ধব করে বিশেষত, পরিবেশ দূষণ রোধ করে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন এবং তা বাজারজাতকরণে হাস্কিং মিলগুলোকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কভারেজ

হাস্কিং মিলের পরিবেশ দূষণ কমানোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত খাবার হিসেবে ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ উপ-প্রকল্পটি দুইটি জেলার (দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও) ৫টি উপজেলার (বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ ও দিনাজপুর সদর উপজেলা ও ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ) ১০টি ইউনিয়নে (সুজালপুর, সাতুর, ভোগনগর, বোচাগঞ্জ পৌরসভা, মুরশিদহাট, দিনাজপুর সদর পৌরসভা, আউলিয়াপুর, রুহিয়া, জামালপুর ও পীরগঞ্জ পৌরসভা) বাস্তবায়িত হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা
দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	সুজালপুর, সাতুর, ভোগনগর
	বোচাগঞ্জ	বোচাগঞ্জ পৌরসভা, মুরশিদহাট
	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর সদর পৌরসভা
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	আউলিয়াপুর, রুহিয়া, জামালপুর
	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ পৌরসভা

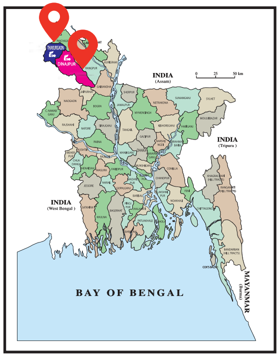

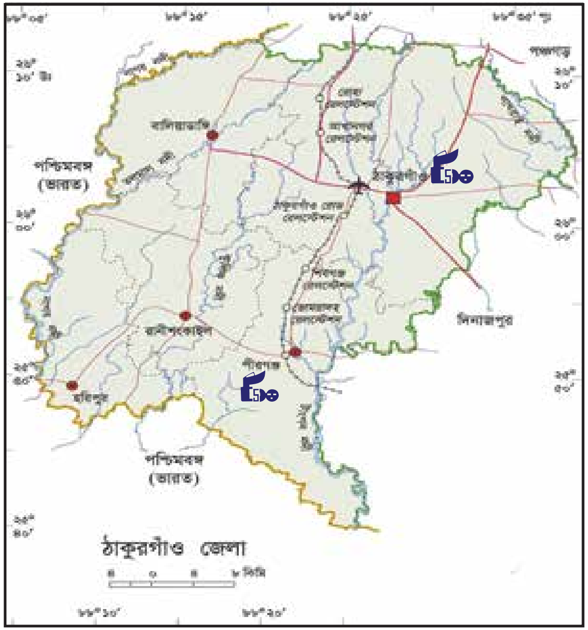

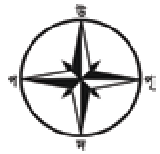

এসইপি চালকল (খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ) উপ-প্রকল্পের কর্ম এলাকা

প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবা সমূহের বিবরণ

উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সমূহের পরিচিতি

চালের হাস্কিং মিলের সাথে সর্টার মেশিন স্থাপন :

i. চালের হাস্কিং মিলে সর্টার মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে অটো রাইস মিলের উপর নির্ভরতা কমবে, হাস্কিং মিলের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।

ii. হাস্কিং মিলে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করে অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল খেতে পারবে এবং সুস্থ থাকবে।

iii. আধুনিক প্রযুক্তির সর্টার মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে হাস্কিং মিল আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ করবে।

পাট হতে বস্তা/প্যাকেট তৈরি :

i. অধিক মূল্যে অন্য জেলা থেকে পাটের তৈরি বস্তা সংগ্রহ করতে হবে না।

ii. পাটের (চটের) বস্তার ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধি।

iii. প্লাস্টিক/পরিবেশ দূষণকারী ব্যাগের ব্যবহার কমবে।

iv. আকর্ষণীয় ও পরিবেশ সম্মত মোড়কজাতকরণ/প্যাকেজিং।

মাটির জৈব উপাদান বাড়াতে ছাইয়ের (ফ্লাই অ্যাশ) ব্যবহার বাড়ানো :

i. জমির অম্লত্ব কমবে, জমির উর্বরতা বাড়বে।

ii. প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের মাঝে ছাই সরবরাহ ও জমিতে ছাইয়ের ব্যবহার বাড়বে।

iii. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমবে।

ফুল গ্রেইন চাল আউটলেট (বিক্রয় কেন্দ্র) স্থাপন :

i. প্রকল্প এলাকায় ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ii. ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

iii. ফুল গ্রেইন চালের Forward Linkage উন্নত হবে।

ধানের তুষ থেকে চারকোল তৈরিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার :

i. প্রকল্প এলাকায় কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী জ্বালানির ব্যবহার কমবে ও সাশ্রয়ী জ্বালানির ব্যবহার বাড়বে।

ii. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চারকোল উৎপাদন ও ব্যবসার প্রসার হবে।

iii. প্রকল্প এলাকার জ্বালানি থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া থেকে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে।

চালকলের ছাই থেকে ইকো-ব্রিকস্ তৈরি ও ব্যবহার :

i. প্রকল্প এলাকায় ইট ভাটা থেকে ইট উৎপাদন কমবে, এতে ইট ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ কমবে।

ii. প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত বায়ু দূষণকারী ছাই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইকো-ব্রিকস্ তৈরি হবে।

iii. সাধারণ ইট তৈরিতে ভূমির উপরিভাগের মাটির (Top Soil) ব্যবহার কমবে।

iv. ধান থেকে চাল উৎপাদনের অবশিষ্ট চালের গুঁড়া ও তুষ থেকে গো-খাদ্য (গবাদি পশু ও মৎস্য খাবার) উৎপাদন :

v. প্রকল্প এলাকায় চালের গুঁড়া থেকে গরু ও মাছের খাবার তৈরির উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়বে।

vi. চালের গুঁড়া থেকে গরু ও মাছের খাবার উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রকল্প এলাকায় গরু ও মাছের খামারে চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, Forward Linkage উন্নত হবে।

মাটির খনিজ উপাদান বৃদ্ধি ও মাটি পরীক্ষা :

i. উদ্যোক্তাদের কৃষি (ধান, পাট, আলু ইত্যাদি) উৎপাদন বৃদ্ধি।

ii. উদ্যোক্তাদের মধ্যে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিতে ছাই প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

চালকলে পরিবেশসম্মত উন্নতমানের চিমনি স্থাপন :

i. পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

ii. উদ্যোক্তাদের মাঝে আধুনিক চিমনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

iii. বায়ু দূষণ হ্রাস পাবে।

সার্টিফিকেশন ও প্রিমিয়াম মার্কেটে অভিগম্যতা :

i. সার্টিফিকেশন বিষয়ক উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

ii. উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

iii. ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরির ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

iv. প্রিমিয়াম মার্কেটে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি :

i. উদ্যোক্তাদের ব্যবসাগুচ্ছে বায়ু দূষণ কমবে।

ii. উদ্যোক্তার মাধ্যমে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন সম্ভব হবে।

iii. উদ্যোক্তাদের ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সচেতনতা বাড়বে।

চাল কলে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট তৈরি :

i. চার কলের কর্মীরা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

ii. টয়লেটের চারপাশের দূষিত পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

পরিবেশ ফোরাম গঠন :

i. স্থানীয় মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়বে।

ii. আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ বাড়বে।

প্রকল্পের কার্যাবলির মাধ্যমে অর্জন

হাস্কিং মিলে সর্টার মেশিন স্থাপন :

হাস্কিং মিলে সর্টার মেশিন স্থাপনের মধ্য দিয়ে অটো রাইসমিলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে হাস্কিং মিলের সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা হয়েছে।

হাস্কিং মিলে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করে অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল খেতে পারছে। আধুনিক প্রযুক্তির সর্টার মেশিন স্থাপনের মধ্য দিয়ে হাস্কিং মিল আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ করেছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা।

সর্টার মেশিন

পাটের সুতা হতে বস্তা তৈরি

পাট হতে বস্তা/প্যাকেট তৈরি :

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অধিক মূল্যে অন্য জেলা থেকে পাটের তৈরি বস্তা সংগ্রহ করতে হতো। বর্তমানে পাটের চটের বস্তার ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, আকর্ষণীয় ও পরিবেশ সম্মত মোড়কজাতকরণ/প্যাকেজিং ফলে পরিবেশ দূষণকারী ব্যাগের ব্যবহার কমে এসেছে।

মাটির জৈব উপাদান বাড়াতে ছাইয়ের (ফ্লাই অ্যাশ) ব্যবহার বাড়ানো :

মাটির জৈব উপাদান বাড়াতে ছাইয়ের (ফ্লাই অ্যাশ) ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে জমির অম্লত্ব কমেছে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের মাঝে ছাই সরবরাহ ও জমিতে ছাইয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে এসেছে।

কৃষি জমিতে ছাই প্রয়োগ

ফুল গ্রেইন চাল আউটলেট (বিক্রয় কেন্দ্র) স্থাপন :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্প এলাকায় ফুল গ্রেইন চালের তিনটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয় কেন্দ্র

চারকোল

ধানের তুষ থেকে চারকোল তৈরিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্প এলাকায় কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে ও সাশ্রয়ী জ্বালানির ধানের তুষ থেকে চারকোলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চারকোল উৎপাদন ও ব্যবসার প্রসার হয়েছে ও প্রকল্প এলাকার জ্বালানি থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া থেকে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেয়েছে।

রাইস মিলের ছাই থেকে ইকো-ব্রিকস্ তৈরি ও ব্যবহার :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত বায়ু দূষণকারী ছাই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইকো-ব্রিকস্ তৈরি হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকায় ইট ভাটা থেকে ইট উৎপাদন কমেছে এবং ইট ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ কমে এসেছে। সাধারণ ইট তৈরিতে ভূমির উপরিভাগের মাটির (Top Soil) ব্যবহার কমেছে। উল্লেখ্য চাল কলে উৎপাদিত ছাই-এ ক্ষতিকর কোন উপাদান নেই যা SGS নামক আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে জানা সম্ভব হয়েছে।

ইকো ব্রিকস

ধান থেকে চাল উৎপাদনের অবশিষ্ট চালের গুঁড়া ও তুষ থেকে গো-খাদ্য (গবাদি পশু ও মৎস্য খাবার) উৎপাদন :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্প এলাকায় চালের গুঁড়া থেকে গরু ও মাছের খাবার তৈরির উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। চালের গুঁড়া থেকে গরু ও মাছের খাবার উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রকল্প এলাকায় গরু ও মাছের খামারে চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তুষের গুঁড়া/হাস্ক ব্র্যাণ

মাটির খনিজ উপাদান বৃদ্ধি ও মাটি পরীক্ষা :

মাটি পরীক্ষার ফলাফল

মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি ও গুণাগুণ রক্ষার্থে মাটি থেকে যা নেওয়া হয় তা ফেরত দেওয়া উচিত। তাই ধান থেকে চাল উৎপাদনের পর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ধানের খৈল থেকে সৃষ্ট ছাইকে মাটির খনিজের (পটাসিয়াম, জিংক, লৌহ) পরিমাণ বৃদ্ধি ও অম্লত্ব কমানোর জন্য মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটির বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী Good Agricultural Practices (GAP) নিশ্চিত করতে ব্যবসাগুচ্ছের মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে। "বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট"-কে সম্পৃক্ত করে ও কৃষকদের মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে উদ্যোক্তাদের কৃষি (ধান, পাট, আলু ইত্যাদি) উৎপাদন বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তাদের মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিতে ছাই প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি ও গুণাগুণ রক্ষার্থে মাটি থেকে যা নেওয়া হয় তা ফেরত দেওয়া উচিত। তাই ধান থেকে চাল উৎপাদনের পর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ থেকে সৃষ্ট ছাই ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। মাটির বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী Good Agricultural Practices (GAP) নিশ্চিত করতে ব্যবসাগুচ্ছের মাটি পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সাথে "মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট", দিনাজপুর সার্বিক সহযোগিতা করছে এবং কৃষককে প্রকৃত সার প্রয়োগের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩২৫ জন কৃষককে মাটি পরীক্ষা করে দেওয়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়েছে।

চালকলে পরিবেশসম্মত উন্নতমানের চিমনি স্থাপন :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্প এলাকায় হাস্কিং মিলে উন্নতমানের চিমনি না থাকায় কলে চাল সিদ্ধকরণে সৃষ্ট ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ হতো। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে এই ধোঁয়া ব্যবসাগুচ্ছের বিভিন্ন অবকাঠামোতে কালো স্তর সৃষ্টি করে থাকে। ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মডার্ন টেকনোলোজির ও পাশাপাশি ফিল্টার সংবলিত আধুনিক উন্নতমানের চিমনি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বায়ু দূষণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ও পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

সার্টিফিকেশন ও প্রিমিয়াম মার্কেটে অভিগম্যতা :

এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে ইএসডিও চালকল উদ্যোক্তাদের মধ্যে সরকারি ও আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিসেন্স, বয়লার কর্তৃপক্ষ, SGS- বাংলাদেশ, BCSIR উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরির মধ্য দিয়ে উন্নত বাজারে অভিগম্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, প্রিমিয়াম মার্কেটে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

SGS

টেষ্টিং রিপোর্ট ফর সার্টিফিকেশন

অগ্নি মোহড়া

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের আওতায় নানাবিধ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে উৎপাদনকারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

চালকলে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট তৈরি :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে চাল কলে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট তৈরি করার ফলে কর্মীদের স্বাস্থ্য অবস্থাসহ মিলের পরিবেশের উন্নতি ঘটবে। যার ফলে আশা করা যায় কর্মীদের মাঝে নানান ধরনের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাবে।

পাবলিক টয়লেট

পরিবেশ ফোরাম গঠন :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ বাড়ানো হবে।

আয় বর্হিভূত সাধারণ কাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ

১. স্বাস্থ্যকর টয়লেট স্থাপন ঃ

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে চাল কলে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট তৈরি করার ফলে পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। কর্মীদের নানান ধরনের পানিবাহিত রোগে ভুগতে হবে না। উন্নতমানের টয়লেট তৈরির ফলে পরিবেশের দূষণ কমেছে।

পাবলিক টয়লেট

পরিবেশবান্ধব চিমনি

২. চাল কলে উন্নতমানের চিমনি স্থাপন ঃ

নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চাল কলের সৃষ্ট ধোঁয়া চিমনি থেকে নির্গমন নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক উন্নতমানের ফিল্টারসহ চিমনি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ কমানো হয়েছে। পাশাপাশি ফিল্টার থেকে কালো কালি অর্থাৎ কার্বন সংগ্রহ করা যাচ্ছে। মডার্ন টেকনোলোজির ডেমোনেস্ট্রেশন ঘটবে ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা আধুনিক উন্নতমানের চিমনি স্থাপনে আগ্রহী হবে, যার ফলে উন্নতমানের চিমনির ব্যবহার বাড়বে। সামগ্রিকভাবে ব্যবসাগুচ্ছে বায়ু দূষণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩. মাটির খনিজ উপাদান বৃদ্ধি ও মাটি পরীক্ষাঃ

মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি ও গুণাগুণ রক্ষার্থে মাটি থেকে যা নেওয়া হয় তা ফেরত দেওয়া উচিত। তাই ধান থেকে চাল উৎপাদনের পর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ধানের খৈল থেকে সৃষ্ট ছাইকে মাটির খনিজের (পটাসিয়াম, জিংক, লৌহ) পরিমাণ বৃদ্ধি ও অম্লত্ব কমানোর জন্য মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। মাটির বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী ব্যবসাগুচ্ছের মাটি পরীক্ষা করানো হয়েছে। এ কার্যক্রমের সাথে "বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট"-কে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে কৃষককে প্রকৃত সার প্রয়োগের পরিমাণ আগাম জানানো হয়েছে।

মাটি পরিক্ষা

অধিক উচ্চ ফলনশীল শস্য আবাদ এবং এক বছরে তিন বা ততোধিক ফসল আবাদের ফলে উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান শোষণ করে। যার ফলে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক স্যার ও বালাইনাশকের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ ও জীবকুলের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ শোষণ করছে সে পরিমাণ জৈব উপাদান মাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে মাটি দিন দিন অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। ইএসডিও সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের (এসইপি) আওতায় দুই উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ২০ জন কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ খুবই বেশি (পিএইচ : ৫-৬)। অধিক অম্লত্বের কারণে বসবাসকারী উপকারী অণুজীবসমূহ ক্রিয়াশীল হতে পারে না। ফলে মটির উর্বরা শক্তি কমে যায়। জৈব পদার্থ হলো মাটির প্রাণ। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু পরীক্ষাধীন এলাকার মাটিতে ২-৩ শতাংশ জৈব উপাদান রয়েছে। এতে করে মাটি তার উর্বরা শক্তি হারাচ্ছে এবং রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে, যা খাদ্যের মধ্য দিয়ে মানব দেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। সমস্যা সমাধানের জন্য মৃত্তিকা অফিসের সুপারিশ অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে জৈব সার হিসেবে গোবর/লিটার/ কমপোস্ট এবং ছাই ব্যবহার করছে। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদের ফলে উদ্ভিদ যে পুষ্টি উপাদান শোষণ করে সে ঘাটতি পূরণ করার জন্য জৈব সার এবং ছাই হলো উত্তম সমাধান। ছাইয়ে প্রচুর পরিমাণে সিলিকা থাকে যা মাটির অম্লত্ব কমায় এবং মাটিতে জৈব উপাদান যোগ করে ও খনিজ পদার্থ বৃদ্ধি করে। মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী ডলোচুন/চুন প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কৃষি অফিসারের মতামত অনুযায়ী উদ্যোক্তারা পরিমিত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার করছে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

প্রকল্প থেকে উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্যে সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অন্যতম। সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সনদায়ন সম্পর্কে ধারণা, সনদায়নের উপায়, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ এবং সনদায়ন প্রাপ্তিতে প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের ব্যবসার উন্নয়ন, ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে প্রকল্প কাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা সভা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সনদায়ন প্রশিক্ষণ

সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে সনদায়ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি ও গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে সনদায়নের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা উন্নয়ন ও সনদায়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় প্রকল্প টিম উদ্যোক্তাদের জন্য সনদায়ন সহজ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে পণ্য সনদায়ন সম্পর্কে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। উদ্যোক্তাদেরকে পরিবেশ ও সনদায়ন বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সনদায়ন হওয়ার মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

এসব সনদায়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যবসার প্রসার কৌশল ও সনদায়ন সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ব্যবসার জন্য সরকারি দপ্তর হতে আবেদনের মাধ্যমে সনদ গ্রহণ করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

উদ্যোক্তাদের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর দক্ষতার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এই উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫১টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। যেমন : নতুন প্রযুক্তির উপর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন পণ্যের বাজার প্রসার, পরিবেশবান্ধব পণ্যের উপর প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, পরিবেশের নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণের উপর প্রশিক্ষণ, অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে পরিবেশবান্ধব ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করতে সহায়তা করা।

সচেতনতা প্রশিক্ষণ

পরিবেশ সুরক্ষায় চিমনি নির্মাণ

প্রযুক্তি হস্তান্তর

এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের মাঝে পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও পরিবেশ রক্ষায় বেশ কিছু প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে, যা দিয়ে উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসার প্রসারের পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছে। চালের সঠিক মাত্রায় সিদ্ধ ও জ্বালানীর সঠিক প্রজ্জ্বলনের জন্য ব্লোয়ার ও বয়লার নির্মাণ, বায়ু দূষণ রোধে উন্নত পরিবেশবান্ধব চিমনি নির্মাণ, চালের গুণগতমান ও সঠিক প্যাকেজিং নিশ্চিত করণে সর্টিং মেশিন ও প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্য উন্নত প্রযুক্তি কর্ম এলাকায় উদ্যোক্তাদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও টয়লেট নির্মাণ, চিমনি এবং বয়লার নির্মাণ, ছাই ব্যবস্থাপনা, মাটি পরীক্ষা, ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটস অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অফলাইন (পরামর্শদাতাসহ), ফুল গ্রেইন টেস্টিং, বিজ্ঞাপন, স্থানীয় মিডিয়া (টিভি চ্যানেল সংবাদপত্র) ফুল গ্রেইন চাল প্রচারের ভিডিও টিজার, পোস্টার লিফলেট ও বিল বোর্ডসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়। যার ফলে উদ্যোক্তাগণ একদিকে যেমন তাদের পণ্য উৎপাদন করতে পারছে, অপরদিকে সেই পণ্যের বাজার উন্নয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে।

সার্টিফিকেট:

এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শুধু উদ্যোক্তাদের সনদায়ন প্রশিক্ষণই দেওয়া হয়নি, পাশাপাশি তাদের সনদ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তিতে প্রকল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রকল্প শুরুর দিকে লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাগণের মধ্যে একটি বড়ো অংশের এই লাইসেন্স ছিল না। পরবর্তীতে প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ উদ্যোক্তার ট্রেড লাইসেন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫০ জন উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স করেছেন। এই প্রকল্পের সহযোগিতায় আরও ৩৭ জন উদ্যোক্তার ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চালকল পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র নিতে হয়। প্রকল্পের শুরুতে উদ্যোক্তাদের সে বিষয়ে ধারণা ছিল না। আবার অনেকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এই ছাড়পত্র নেয়নি। প্রকল্প শুরুর পর লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে এই ছাড়পত্র সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে ও প্রাপ্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বর্তমানে ১৭ জন উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিবেশ ছাড়পত্র নিয়েছে এবং ১৩ জন উদ্যোক্তার এই ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি

ব্র্যান্ড প্যাকেজিং

ব্র্যান্ডিং :

প্রকল্প থেকে উদ্যোক্তাদের ফুল গ্রেইন চালের ব্র্যান্ডিং ও প্রোমোশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উদ্যোক্তাগণ যাতে তাদের পণ্য অনলাইন এবং অফলাইনে বিক্রি করতে পারে সেজন্য ফেসবুক ও ইউটিউবসহ নানা মিডিয়াতে প্রচার-প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফেসবুকে ফুল গ্রেইন চালের জন্য পৃথক পেইজ করা হয়েছে, যেখানে দেশের যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে ফুলগ্রেইন চালের ক্রয়াদেশ করা যায়। ইউটিউবে এই চালের জন্য একটি চ্যানেল খোলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে এই পণ্যটির বাজারজাতকরণ আরও বেশি সহজতর ও সম্প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় ইএসডিও নিজেস্ব অনলাইন ভিত্তিক ই-বিজনেজ প্লাটফর্ম 'নাম উল্লেখ করুন' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এযাবত অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে মোট ীী টন এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ীী টন সারা দেশে বিক্রয় সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে জিংক-৮৪, গানজিয়া, সিদ্ধ কাটারি, ব্রি-২০, ব্রি-২৮, ব্রি০২৯ এবং সুমন স্বর্ণা। পূর্বের ও পরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রকল্প শুরুর পূর্বে ৩০টি চাল কলে মোট ৪০৮ টন চাল উৎপাদিত হতো। অপরদিকে বর্তমানে ৬৬টি চাল কলে মোট ১৩০০ টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প শুরুর পর চাল কল ও চাল উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। মোটকথা, প্রকল্প থেকে ফুল গ্রেইন চালের ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ করার ফলে উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত চাল খুব সহজেই অনেক বেশি পরিমাণে বাজারজাত করতে পারছে। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যবসার সম্প্রসারণ হচ্ছে, অপরদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্থিক সেবাসমূহ

প্রকল্পে আর্থিক সেবার আওতায় দুই ধরেণের ঋণ দেয়া হয়েছে। প্রথমটি অগ্রসর-এসইপি ঋণ ও দ্বিতীয়টি আয় বর্ধনশীল সাধারণ সেবা ঋণ। অগ্রসর-এসইপি ঋণের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১২০৮ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যেমন : হাস্কিং মিল, জুট মিল ব্যবসায়ী, অটো রাইস মালিক, ইকো-ব্রিকস ব্যবসায়ী, ব্রান ব্যবসায়ী, মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী এবং ট্রাক্টর ক্রয়, চারকোল ব্যবসায়ী, মেশিনারিজ বিক্রয়কারী, গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী, ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী, মাছের খাবার ব্যবসায়ী, ধান উৎপাদনকারী, চাউলের ব্যবসায়ী, ধান ব্যবসায়ী, ছাই ব্যবসায়ী, ধানের পাইকার/মধ্যস্থতাকারী, পাটজাত বস্তা ব্যবসায়ী এবং সেচ পাম্প ব্যবসায়ী।

আর্থিক সেবা : অগ্রসর-এসইপি ঋণ

মিলের ধরন	সংখ্যা	মিলের ধরন	সংখ্যা
হাস্কিং মিল	১৯০	জুট মিল ব্যবসায়ী	৬
অটো রাইস মালিক	২০	ইকো-ব্রিকস ব্যবসায়ী	৩
ব্রান ব্যবসায়ী	৪৫	মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী এবং ট্রাক্টর ক্রয়	১২০
চারকোল ব্যবসায়ী	৩৭	মেশিনারিজ বিক্রয়কারী	১৮
গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী	৫০	ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী	১০
মাছের খাবার ব্যবসায়ী	১২	ধান উৎপাদনকারী	৩০০
চাউলের ব্যবসায়ী	১৪০	ধান ব্যবসায়ী	৬৪
ছাই ব্যবসায়ী	২৯	ধানের পাইকার/ মধ্যস্থতাকারী	৮০
পাটজাত বস্তা ব্যবসায়ী	৩০	সেচ পাম্প ব্যবসায়ী	৫৪
মোট	৫৫৩	মোট	৬৫৫

সর্বমোট সংখ্যা : ১২০৮

ঋণের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩৫ জন উদ্যোক্তাকে এই সেবা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই ঋণ সেবার মূল লক্ষ্য ছিল উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করা। উদ্যোক্তারা পরিবেশ সম্মত উপায়ে মানসম্মত অধিক পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় যাদেরকে ঋণ সহায়তা করা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যাটাগরি হচ্ছে– চাল প্রক্রিয়াজাতকরণকারী, ব্রান ব্যবসায়ী, চারকোল ব্যবসায়ী, গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী, মাছের খাবার ব্যবসায়ী, ছাই ব্যবস্থাপনা, জুট মিল ব্যবসায়ী, ইকো-ব্রিকস ব্যবসায়ী, ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী এবং ডিসটোনার মেশিন।

আর্থিক সেবা : সাধারণ সেবা ঋণ

মিলের ধরন	সংখ্যা
চাল প্রক্রিয়াজাতকরণকারী	৫
ব্রান ব্যবসায়ী	৭
চারকোল ব্যবসায়ী	৪
গরুর খাবার তৈরি ব্যবসায়ী	৪
মাছের খাবার ব্যবসায়ী	৩
ছাই ব্যবস্থাপনা	৬
জুট মিল ব্যবসায়ী	২
ইকো-ব্রিকস ব্যবসায়ী	১
ফুল গ্রেইন চাল ব্যবসায়ী	২
ডিসটোনার মেশিন	১
মোট	৩৫

কমন সার্ভিস সেবাসমূহ

সাধারণ সেবা

সাধারণ সেবা মূলত বিশেষ ধরনের সেবা যা ব্যবসাগুচ্ছে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাধারণ সেবা মূলত সেই সব ব্যবসাগুচ্ছে প্রদান করা হয় যেখানে চাহিদা রয়েছে কিন্তু সেবাদানের জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণে উদ্যোক্তা বিদ্যমান নেই

ক. আয় বর্ধনশীল সাধারণ সেবা

কোনো বিশেষ সেবা কার্যক্রম চালুর ফলে প্রায় সকল উদ্যোগের ব্যবসা বা পরিবেশের বা উভয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ড যদি আয় বর্ধনকারী হয়, তবে সেই কর্মকাণ্ডকে আয় বর্ধনশীল সাধারণ সেবা (Revenue Generating Common Service) হিসেবে অবহিত করা হয়। এই প্রকল্পে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেবা প্রদান করা হয়েছে। যেমন : পরিবেশবান্ধব পাট বস্তা উৎপাদনে সেবা প্রদান, ধানের খোসা হতে গবাদি পশু খাদ্য ও মাছের খাদ্য উৎপাদন, চারকোল উৎপাদন, ইকো-ব্রিক, কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য ছাই সংরক্ষণ ও বিপনন, ফুল গ্রেইন চালের হলার ব্যবস্থা, ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয় কেন্দ্র চালু এবং কোভিড-১৯ সময়ে পিপিই সাপোর্ট উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের আওতায় মোট ২০ জন উদ্যোক্তাকে সেবা প্রদান করা হয়। মোট ক্লাস্টার উদ্যোক্তার সংখ্যা হচ্ছে ১৭৩৬ জন।

আয় বর্ধনশীল সাধারণ সেবা ঋণ যাদের দেওয়া হয় :

"সাধারণ সেবা ঋণ" ব্যবসার আওতাধীন উদ্যোক্তা অথবা ব্যবসায়ী উভয়েই যৌথভাবে কোনো কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। যদি কোনো উদ্যোক্তার পরিবেশ ও ব্যবসা উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে তারা অগ্রসর (Agrosor) এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করবে। সকল উদ্যোক্তাকে "সাধারণ সেবা ঋণের" অর্থ প্রদান করার সুযোগ থাকবে। "সাধারণ সেবা ঋণ" দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো–

- সদস্যকে প্রকল্প পরিচালনায় আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।
- পরিবেশ উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।
- সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী পবিবেশ সম্মত উপায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে।
- ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
- সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী কারখানা ডিজাইন করতে রাজি হতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্ম উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান থাকতে হবে।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ফ্যাক্টরিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা থাকতে হবে এবং কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ থাকতে হবে।
- সংস্থার সাধারণ সেবা ঋণ নীতিমালা মানতে হবে।
- শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করতে হবে।

খ. আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা

আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা সাধারণত পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্প থেকে আয় বহির্ভূত সেবা মোট ৩১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে দেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে দুই ধরনের সেবা দেওয়া হয়েছে। যথা : চিমনি ও ছাই ব্যবস্থাপনা। চিমনি সেবার আওতায় যে সকল উদ্যোক্তার চাল উৎপাদন কারখানায় চিমনি ছিল না তাদের চিমনি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাদের চাল কারখানায় চিমনি ছিল, তাদের পুরাতন চিমনি সংস্কার করে নতুনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে চাল কারখানাগুলো নতুনভাবে পরিবেশ সম্মত উপায়ে চাল উৎপাদন করতে পারছে। এই সেবাটি ০৯টি শাখায় মোট ১৫ জন উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হয়েছে।

সদস্যের নাম	শাখার নাম
জাহাঙ্গীর আলম	শিবগঞ্জ
মোঃ আসিফ ইকবাল	শিবগঞ্জ
মোঃ মোস্তফা	শিবগঞ্জ
মোঃ ফজলুর রহমান	শিবগঞ্জ
রফিকুল মিলার	শিবগঞ্জ
মোঃ বাবলু	মাদারগঞ্জ
আবু সাইদ	রুহিয়া
শুভ সরকার	কবিরাজহাট
রিয়াজুল শাহ	কবিরাজহাট
অতুল রায়	কবিরাজহাট
হোসেন আলি	পীরগঞ্জ
আবুল কালাম আজাদ	সেতাবগঞ্জ
মোঃ মনোহর আলম	পুলহাট
মোঃ হাফিজুর রহমান	বীরগঞ্জ
মোঃ রবিউল ইসলাম	দিনাজপুর সদর

আয়-বহির্ভূত সেবার আওতায় ছাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় উদ্যোক্তাদের চাল কারখানায় উৎপাদিত ছাই যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় সে লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে নানা ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদিত ছাই কীভাবে ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করা যাবে, কীভাবে পরিবেশ সম্মত উপায়ে ছাই ব্যবস্থাপনা করা যায় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সচেতন ও দক্ষ হতে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও চাল কারখানাগুলোর বিদ্যমান ছাই ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত ও পরিবেশ সম্মতভাবে সাজিয়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে। যার ফলে লক্ষ্যভুক্ত কারখানাগুলোতে ছাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। কারখানাগুলোর মধ্য দিয়ে এখন আর আশেপাশের এলাকাগুলো কালো ছাইয়ে ছেয়ে যায় না। যার ফলে এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় পুলহাট, কবিরাজহাট ও শিবগঞ্জ শাখায় লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে সেবা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছাই ব্যবস্থাপনা	
সদস্যের নাম	**শাখার নাম**
মোছাঃ সাবিকুন নাহার	পুলহাট
মোঃ মোজ্জামেল হক	কবিরাজহাট
মোঃ ইয়াসিন আলী	শিবগঞ্জ

এই প্রকল্পে আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কাজে উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ সেবা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

স্বাস্থ্যকর টয়লেট স্থাপন :

ইএসডিও এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে চাল কলে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট তৈরি করার ফলে পরিবেশের উন্নতি ঘটবে। কর্মীদের নানান ধরনের পানিবাহিত রোগে ভুগতে হবে না। উন্নতমানের টয়লেট তৈরির ফলে পরিবেশের দূষণ কমবে।

চাল কলে উন্নতমানের চিমনি স্থাপন :

নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চাল কলের সৃষ্ট ধোঁয়া চিমনি থেকে নির্গমন নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক উন্নতমানের ফিল্টারসহ চিমনি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ কমানো যাবে। পাশাপাশি ফিল্টার থেকে কালো কালি অর্থাৎ কার্বন সংগ্রহ করা যাবে। মডার্ন টেকনোলোজির ডেমোনেস্ট্রেশন ঘটবে ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা আধুনিক উন্নতমানের চিমনি স্থাপনে আগ্রহী হবে, যার ফলে উন্নতমানের চিমনির ব্যবহার বাড়বে। সামগ্রিকভাবে ব্যবসাগুচ্ছে বায়ু দূষণের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

মাটির খনিজ উপাদান বৃদ্ধি ও মাটি পরীক্ষা :

মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি ও গুণাগুণ রক্ষার্থে মাটি থেকে যা নেওয়া হয় তা ফেরত দেওয়া উচিত। তাই ধান থেকে চাল উৎপাদনের পর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ধানের খৈল থেকে সৃষ্ট ছাইকে মাটির খনিজের (পটাসিয়াম, জিংক, লৌহ) পরিমাণ বৃদ্ধি ও অম্লত্ব কমানোর জন্য মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটির বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী ব্যবসাগুচ্ছের মাটি পরীক্ষা করা হবে। এ কার্যক্রমের সাথে "বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট"-কে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে কৃষককে প্রকৃত সার প্রয়োগের পরিমাণ আগাম জানানো হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ

পাট হতে বস্তা/প্যাকেট তৈরি :

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অধিক মূল্যে অন্য জেলা থেকে পাটের তৈরি বস্তা সংগ্রহ করতে হতো।

বর্তমানে পাটের (চটের) বস্তার ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা এগুলো আকর্ষণীয় ও পরিবেশসম্মত মোড়কজাতকরণ/প্যাকেজিং। ফলে প্লাস্টিক/পরিবেশ দূষণকারী ব্যাগের ব্যবহার কমে এসেছে।

পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন:

ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ ও এন্টারপ্রাইজ প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিবেশ সম্মত উপায়ে পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করে। ফুল গ্রেইন গাঞ্জিয়া, সিদ্ধ কাটারি, সুমন স্বর্ণা, ব্রি-৮৪ জিংক চাল উৎপাদন শুরু করেন। উৎপাদিত ফুল গ্রেইন চাল ইএসডিও-এসইপি প্রকল্প বাজার সংযোগ করে দেয়, ফলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করেন এবং ইএসডিএফ তার চাল ক্রয় করে সারা দেশে বিক্রিতে সহযোগিতা করছে। ইএসডিও-এসইপি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পরিবেশ সভা, অন-লাইন ও অফ-লাইন মার্কেটিং, পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেটসহ এই ফুল গ্রেইন চালের মার্কেটিং করেছে। এখন মাসে দশ মেট্রিক টন ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করছে এবং বাজারে সবগুলো চাল বিক্রি হচ্ছে।

ফুল গ্রেইন চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ

ইকো ব্রিকস্ (পরিবেশবান্ধব ইট):

সাধারণ ইট ভাটার উৎপাদিত ইটে প্রচুর পরিমাণে জমির উপরিভাগের মাটি (যা 'টপ-সয়েল নামে পরিচিত') ব্যবহৃত হয়। এতে করে জমি উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলা, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। টপ সয়েল ব্যবহার না করে সিমেন্ট, ছাই, বালু, পাথরগুঁড়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ইকো-ব্রিক্স তৈরি করা হয়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নতুন ইট ভাটার লাইসেন্স বন্ধ রেখেছে/নিরুৎসাহিত করেছে। তাই পরিবেশবান্ধব ইকো-ব্রিক্স অবকাঠামো নির্মাণে খুবই উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইকো ব্রিকস্ ফ্যাক্টরী

ধানের উপজাত হতে চারকোল তৈরি :

চাল তৈরির প্রক্রিয়ায় ধানের তুষ হতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি চারকোল তৈরি করা হয়। ব্রিকেট মেশিনে ধানের তুষকে তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে চারকোল তৈরি করা হয়। এটা কম ধোঁয়া তৈরি করে ও উচ্চশক্তির জ্বালানি প্রদান করে।

চারকোল উৎপাদন

তুষ হতে গো/মৎস্য-খাদ্য তৈরি

ধানের উপজাত হতে মৎস্য ও গো-খাদ্য তৈরি:

চাল তৈরির প্রক্রিয়ায় ধানের তুষ হতে উন্নতমানের মৎস্য ও গো-খাদ্য তৈরি করা হয়। তুষকে হলার মেশিনে উচ্চ তাপ ও চাপে আরও ভেঙে মিহি গুঁড়া তৈরি করা হয়। যা মৎস্য ও গোখাদ্যের কাঁচামাল হিসেবে পিলেট তৈরিতে ব্যবহার হয়। পিলেটে ব্রান, ভুট্টা গুঁড়া, সয়াবিন, শুটকি গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

ফুল গ্রেইন চাল তৈরির সর্টারসহ হলার মিল তৈরি :

প্রকল্প থেকে ফুল গ্রেইন চাল তৈরির সর্টারসহ হলার মিল তৈরিতে সহায়তা করা হয়েছে। যাতে উদ্যোক্তারা আরও ভালোভাবে ফুল গ্রেইন চাল তৈরি ও বাছাই করতে পারে। এর ফলে এই জাতের চালের গুণ ও মান উভয়ই বেড়েছে।

ডিষ্টোনার মেশিন

পরিবেশগত চর্চাসমূহ

পরিবেশগত চর্চাসমূহের পরিচিতি

পরিবেশ উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়নে এই প্রকল্প শুরু থেকে নানা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কাজ করে আসছে। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মোট ২০টি পরিবেশ অনুশীলন নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা : ১. কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন বর্জ্য পোল্ট্রি লিটার, গোবর, ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নিশিখা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস্ (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোশ), এপ্রোন ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি থেকে উদ্যোগে কর্মরতদের সুরক্ষা করা। ২. প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য ফার্স্টএইড বক্সের ব্যবস্থা করা। ৩. অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার (মাটি, বালি ও পানি) আয়োজন করা। ৪. কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। ৫. কর্মক্ষেত্রে ও প্রাণীর শেডে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা। যেমন : লাইট ও ফ্যান বসানো, জানালা অথবা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা। ৬. বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা হয়। ৭. কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মাথার উপরের স্থানে ভারী কোনো বস্তুর মজুদ থাকলে তা অপসারণ করা। ৮. শ্রমিকদের/কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা। ৯. উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা। ১০. উদ্যোগে পানি দূষণ রোধে শেডের চারদিকের ড্রেন পরিষ্কার ও নালার উন্নয়ন করা, পানি গড়িয়ে পড়ার জন্য পোল্ট্রি শেডের মেঝে ঢালু (স্লান্টিং) করা, প্রাণীদের আবাসস্থল/শেড পরিষ্কারের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করা। ১১. নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর/ রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদা রাখাকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন : গবাদি পশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুগ্ধ) মান ভালো হবার জন্য সবুজ ঘাস খাওয়ানো। নতুন ক্রয়কৃত সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু আলাদা রাখা। গুণগত ও ভালো মানের কাঁচামাল/ ইনপুট (রং, কেমিক্যাল ও এসিড) ব্যবহার করা। পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা। পণ্য উৎপাদনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল মেনে চলা ইত্যাদি। ১২. ন্যাচারাল/ অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হবে। পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহার (ইনপুট ও মোড়কজাতকরণে)। ১৩. উদ্যোগে সৃষ্ট বায়ু দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ। ১৪. উদ্যোগে সৃষ্ট শব্দ দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ। ১৫. উদ্যোগে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ। যেমন : বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি ইত্যাদি। ১৬. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে উদ্যোগসমূহ। ১৭. সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত (শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা)। ১৮. দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড। ১৯. বিবিধ (উদ্যোক্তার পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি/ মেশিনারিজ/ কাঁচামাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তালিকা)। ২০. পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে এমন কর্মকান্ড বা অন্যান্য অনুশীলন।

উপরোক্ত ২০টি অনুশীলনের মধ্যে এই প্রকল্পে ৩টি (১৪, ১৬, ২০) বাদে মোট ১৭টি অনুশীলন উদ্যোক্তাদের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত হয়ে সেবা ও ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আসার সময় ১৭টি অনুশীলন যাতে তারা ক্ষুদ্র উদ্যোগে অভ্যাসে আনে এ ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পরিবেশ অনুশীলনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭৭৩ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মোট ১০৮৫টি পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অনুশীলন করছে। শাখাওয়ারি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৮টি শাখার মধ্যে কবিরাজ হাট শাখা, ঠাকুরগাঁও-এ সবচেয়ে বেশি পরিবেশগত চর্চাকারীর সংখ্যা।

অপরদিকে, শিবগঞ্জ শাখা, ঠাকুরগাঁও-এ সবচেয়ে কম পরিবেশগত চর্চাকারীর সংখ্যা রয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নে প্র্যাকটিসসমূহের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় মোট ১৫৫৭ জন উদ্যোক্তা মোট ১৫৬১টি পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অনুশীলন করছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৪৮৬ জন প্র্যাকটিস ১২ (ন্যাচারাল/অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার) এবং ৩০৬ জন তাদের উদ্যোগে ১৭ নম্বর প্র্যাকটিস (শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত সচেতনতা নোটিশ প্রদান করা) বেশি অনুশীলন করেছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য ৮টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এই পরিবেশ ক্লাব বাস্তবায়নের আওতায় ৩টি পরিবেশ দিবস, ২৪টি কমিউনিটি কনসালটেশন, ৩টি নিরাপদ খাদ্য দিবস, ২টি মৃত্তিকা দিবস এবং দিবস ভিত্তিক পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩টি অগ্নি মোহড়া এবং ১০টি পরিবেশ, ব্যক্তিগত এবং অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ টিকা সুরক্ষা এ্যাপের সাহায্যে প্রায় তিনশত মানুষ ও মিল শ্রমিকদের টিকা নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনকৃত মানুষ ও মিল শ্রমিকদের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার সাধারণ মানুষ (বয়:বৃদ্ধ) করোনা প্রতিষেধক টিকা নিতে পেরেছেন।

চর্চাসমূহ রপ্ত করায় মাঠ পর্যায়ে যে ধরনের উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছে

উদ্যোক্তা পর্যায়ে অনুশীলনসমূহ চর্চার ফলে উদ্যোক্তাগণ একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব উপায়ে উৎপাদন করতে পারছে, অপরদিকে উৎপাদনের সাথে জড়িত জনবল একটি সুস্থ ও মানসম্মত কাজের পরিবেশের মধ্যে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে– যা তাদেরকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদে থাকতে সহযোগিতা করছে। মাঠ পর্যায়ে এই অনুশীলন চর্চার ফলে উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে প্রকল্প এলাকায় নানা ধরনের উপকারিতা তৈরি হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- এমইদের এসইপি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আচরণগত পরিবর্তনের (নাজিং) উৎসাহিত করা হয়েছে।
- চাল কারখানাগুলোতে পিপিই, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, ফার্স্টএইড বক্স, এলইডি বাতি এবং স্বচ্ছ ছাদ, চালা ছাই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মিল ভিজিট করে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয় এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অগ্নিমহড়া ও অগ্নি সুরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে এমইরা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা (বালুর বালতি, ফায়ার ইস্টিংগুইজার) রাখায় সচেতন হয় এবং ফায়ার সার্ভিসের নম্বরযুক্ত অগ্নি সচেতনতা পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়।
- এমই একচেঞ্জ ভিজিটের মধ্য দিয়ে আচরণগত পরিবর্তনে (নাজিং) উৎসাহিত করা হয়েছে।
- কৃষি জমিতে ছাইয়ের ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর জন্য নতুন উদ্যোক্তাদের মাটির উর্বরা শক্তি পরীক্ষা ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- বায়ু দূষণকারী সাধারণ ইট ব্যবহার কমিয়ে ছাই থেকে তৈরিকৃত ইকো-ব্রিকস্ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- চাল কলের উপজাত হিসেবে সৃষ্ট ছাইকে কৃষি জমিতে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি জমিতে ছাইয়ের ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।
- এসইপি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে উদ্যোক্তারা পিপিই ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছে। হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি কমে, চশমা ব্যবহারে চোখ সুরক্ষিত থাকে, কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারে শ্বাস প্রশ্বাসজনিত বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকা যায়– ইএসডিও এসইপি দল তাদের এই পরামর্শগুলো দিয়ে উৎসাহিত করেছে। এখন তারা নিয়মিত পিপিই ব্যবহার করছে।
- ইএসডিও এসইপি প্রকল্পে ভর্তি হওয়ার পর উদ্যোক্তারা ছাই ফেলার জন্য বর্জ্যপিট করেছে, নেট দিয়ে ঘিরেছে, এতে পশু বা শিশুরা দূরে থাকবে। ছাই ফেলার পর তাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেননা এটা করলে ছাই ঠান্ডা হয়ে বসে যাবে। এর ফলে শ্রমিকরা মিলে কাজ করতে নিরাপদ বোধ করছে।

- অগ্নিমহড়া ও অগ্নি সুরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে এমইরা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা (বালুর বালতি, ফায়ার ইস্টিংগুইজার) রাখায় সচেতন হয় এবং ফায়ার সার্ভিসের নম্বরযুক্ত অগ্নি সচেতনতা পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- এসইপি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এমইদের মাঝে কর্মস্থলে শারীরিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফার্স্টএইড বক্সের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ধারণা দেওয়া হলে এমইরা ফার্স্টএইড বক্স ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছে।
- লাল বাতি ব্যবহারে স্বল্প আলো, বিদ্যুতের অপচয় বেশি ও ঘন ঘন নষ্ট হয়– এই বিষয়ে তাদের সচেতন করা হয়েছে। যার ফলে তারা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছে।
- এসইপি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং এসইপি দল নিয়মিত মিল পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এমইদের স্বচ্ছ চালার উপকারিতার ব্যাপারে সচেতন করেছে। স্বচ্ছ চালা ব্যবহারে এখন মিলে বিদ্যুৎ খরচ কম হচ্ছে, শ্রমিকদের জন্য কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি সুরক্ষা পেয়েছে।

পরিবেশগত চর্চা কার্যক্রমের আওতায় কাজের অগ্রগতি

প্রকল্প থেকে পরিবেশগত চর্চার আওতায় বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। যেমন : পরিবেশ কার্ড বিতরণ, পরিবেশ ক্লাব গঠন, পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন এবং মেলায় অংশগ্রহণ। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি পরিবেশ-গত চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পরিবেশগত চর্চা কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প থেকে মোট ৯১৪ জন উদ্যোক্তাকে পরিবেশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৮টি পরিবেশ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ৯০টি পরিবেশের উপর মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প থেকে মোট ২টি পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে এবং ১টি পরিবেশ মেলাতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা পর্যায়ে নানা ধরনের কাজ করা হয়েছে। যেমন : প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্টএইড বক্স রাখা, অগ্নিনির্বাপক রাখা, পিপিইয়ের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ ছাউনি, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, এবং বৈদ্যুতিক তার ব্যবস্থাপনা। উপরোক্ত সূচকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে শতভাগ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে– যা উদ্যোক্তাদের কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিকা রেখে চলেছে।

এছাড়াও লক্ষ্যভুক্ত কারখানাগুলোতে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রকল্প থেকে নানা ধরনের কাজ করা হয়েছে। যেমন : উন্নত টয়লেট ব্যবস্থা এবং সবার জন্য বসার জায়গা তৈরি ও উন্নয়ন করা। প্রকল্প থেকে লক্ষ্যভুক্ত কারখানাগুলোতে ২৩টি উন্নত টয়লেট এবং ৪১টি উন্নত বসার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে কারখানাগুলোতে কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

পরিবেশ চর্চা সমূহের স্থির চিত্র

শ্রমিকদের পিপিই ব্যবহার

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার

প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি

পিপিই বক্স

নিরাপদ সুপেয় পানি

পরিবেশ চর্চা সমূহের স্থির চিত্র

সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত

হাস্কিং মিলে স্বচ্ছ চালা ব্যবহার

শ্রমিকের বিশ্রামাগার

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা

হাস্কিং মিলে ডাস্টবিনের ব্যবহার

এক নজরে উপ-প্রকল্পের ফলাফলসমূহ

নিম্নে প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত ফলাফলসমূহ এক নজরে তুলে ধরা হলো :

১. নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চাল কলের সৃষ্ট ধোঁয়া চিমনি থেকে নির্গমন নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক উন্নতমানের ফিল্টারসহ চিমনি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ কমানো হচ্ছে। পাশাপাশি ফিল্টার থেকে কালো কালি অর্থাৎ কার্বন সংগ্রহ করা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

২. মডার্ন টেকনোলোজির ডেমোনেস্ট্রেশন ঘটছে ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা আধুনিক উন্নতমানের চিমনি ও মেশিনারীজ স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছে, যার ফলে উন্নতমানের চিমনির ব্যবহার বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে ব্যবসাগুচ্ছে বায়ু দূষণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

৩. নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফুল গ্রেইন চাল বাজারজাতকরণে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ ফুল গ্রেইন চাল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। অন লাইন অফ লাইন মার্কেটে ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সদস্যদের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

৪. উদ্যোক্তাদের মাঝে ফুলগ্রেইন চাল উৎপাদন করার আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ফুলগ্রেইন চাল বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফুল গ্রেইন চালের পুষ্টিগুণ জানতে, উৎপাদন প্রক্রিয়া যাছাই করতে সনাক্তকারী QR Code প্রচলন করা হয়। যে-কোনো ক্রেতা যে-কোনো স্থান থেকে মোবাইলে এই কোড স্ক্যান করার মধ্য দিয়ে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনের যাবতীয় তথ্যাবলি জানতে পারছে ওয়েবসা-ইট, ফেসবুক পেজ থেকে।

৫. ফুল গ্রেইন চাল টেস্টিং করা হয়েছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এবং এসজিএস বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য দিয়ে গানজিয়া, ব্রি-৮৪ জিংক, সিদ্ধ কাটারি, ব্রি-২৮, ২৯।

৬. চাল প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে।

৭. চাল কলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতির সাথে সামগ্রিক পরিবেশের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে। শ্রমিকরা পিপিই পরছে, তাদের সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কাজ করছে।

৮. স্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত উপায়ে ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যতীত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে চাল প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় চ্যালেঞ্জসমূহ

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প টিমকে যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মিলগুলোতে এনার্জি সেভিংসের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২. হাস্কিং মিলের ধানের সিদ্ধ পানি পুনরায় ব্যবহার যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে না পারা।

৩. ছাই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

৪. মিলগুলোতে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য (এডজাস্ট ফ্যান এবং স্বচ্ছ চালার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারা)।

৫. পরিবেশ বিষয়ক সনদায়ন সকল মিলে নিশ্চিত করতে না পারা।

লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের জন্য পরামর্শসমূহ

- ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করেছে, তারা ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পে থেকে টেকসই ব্যবসা পরিচালনার জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণ পেতে আগ্রহী। উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই ব্যবসার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারলে তাদের ব্যবসা স্থায়িত্ব পাওয়ার সাথে টেকসই জীবিকাও নিশ্চিত হবে।
- ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স সুযোগের অভাবে টেকসই ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা ইএসডিও-এসইপি প্রকল্প থেকে ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স সেবা পেতে আগ্রহী। তাদের জন্য অনলাইন ও অফলাইন বিভিন্ন ব্র্যান্ডিং ও ই-কমার্স সেবা নিশ্চিত করতে পারলে তাদের ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।
- ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্বল্প সুদে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা (Revenue Generating Common Service) গ্রহণ করে লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাগণ স্বাবলম্বী হয়েছেন। ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে উক্ত আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা (Revenue Generating Common Service) প্রাপ্তির জন্য তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সুতরাং এই সুদের হার কমিয়ে দিয়ে স্বল্প সুদে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা চলমান রাখা একান্ত প্রয়োজন।
- পরিবেশ দূষণ কমানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ যেমন : বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস উৎপাদন, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বেশ সফলতা অর্জন করেছে। তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্তির জন্য ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের সহায়তা কামনা করেছে। তাদের এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজকে আরও ভালোভাবে চলমান রাখতে উন্নত ধরনের প্রযুক্তি সরবরাহ ও জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- মাঠ পর্যায়ে হাস্কিং মিলগুলোর জন্য উন্নত প্রযুক্তির অনেক অভাব রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আরও উন্নত প্রযুক্তির সেবা পেতে আগ্রহী। মিলগুলোর জন্য উন্নত প্রযুক্তির সেবা প্রদান করা গেলে টেকসই ব্যবসা পরিচালনায় সেটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশাবাদী।
- হাস্কিং মিলগুলোর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও চিমনি উন্নত হওয়ার ফলে উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আগ্রহী হয়ে নিজেরাই কর্মপরিবেশ উন্নত করছে। তবে মাঠ পর্যায়ে তারা আরও বেশি টয়লেট এবং চিমনি সেবা পেতে আগ্রহী।

উপ-প্রকল্পের অর্জন

ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্দেশকের আলোকে প্রকল্পের অর্জন চেখে পড়ার মতো। কেননা এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিবেশসূচক চর্চায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। রেজাল্ট ফ্রেম অনুযায়ী, মোট ৭৪৬ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অন্তত একটি পরিবেশগত টেকসই চর্চা অনুশীলন করেন। প্রকল্পটি টিম প্রকল্পের কাজের প্রতি লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) প্রায় শতভাগ সন্তুষ্টি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তথ্যানুযায়ী, গড়ে ৭৫% নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা প্রকল্পের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রকল্প টিমটি যথাসময়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং উদ্যোক্তাদের মাঝে যথাসময়ে সঠিকভাবে তাদের কাজ ও সেবা প্রদান করেছে। কিন্তু টেকসই পরিবেশ চর্চায় নারীরা পুরুষের তুলনায় একটু পিছিয়ে রয়েছে। রেজাল্ট ফ্রেমের তথ্যানুযায়ী, ৬০% নারী তাদের উদ্যোগে ও কাজে টেকসই পরিবেশ চর্চা চলমান রেখেছে, ৯০% পুরুষ উদ্যোক্তা তাদের উদ্যোগে টেকসই পরিবেশ চর্চা চলমান রেখেছে। মোটামুটিভাবে ৭৫% উদ্যোক্তা তাদের উদ্যোগে টেকসই পরিবেশ চর্চা চলমান রেখেছে। এছাড়াও, প্রকল্প থেকে দুই ধরনের কমন সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে, যথা : আয় বর্ধনকারী ঋণ সেবা ও আয় বর্ধনকারী নয় এমন সেবা। তথ্যানুযায়ী ৫০টি কার্যক্রম আয় বর্ধনকারী ঋণ সেবা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত হয়েছে। অপরদিকে ২৪৮টি কার্যক্রম আয় বর্ধনকারী নয় এমন সেবার আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৭১৫ জন উদ্যোক্তাকে ইকো-লেভেলিং ও প্রিমিয়াম মার্কেটে অধিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে এই উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য খুব সহজে বাজারজাত করতে পারছে। দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয়। কেননা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পাশাপাশি প্রকল্প থেকে এর স্টাফদেরও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তথ্যানুযায়ী, প্রকল্পের সকল স্টাফকে (৬৭) বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ৬৭৯ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে এমই ঋণ সেবা দেওয়া হয়েছে। এ ঋণ ব্যবহার করে উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসাকে আরও বেশি এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

উনত্রিশ সিদ্ধ চাউল

ছয়টি সূচকে উপ-প্রকল্পের অর্জন

১. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের ইনডিকেটর-১ অনুযায়ী কমপক্ষে ১৭১৫ জন এমই টেকসই পরিবেশগত চর্চা অনুশীলন করে আসছে। পরিবেশগত চর্চা : প্র্যাকটিস ১ থেকে প্র্যাকটিস ২০ টেকসই পরিবেশগত চর্চাগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ অনুশীলন করে। এক্ষেত্রে ১ নম্বর প্র্যাকটিসে ২০৬ জন; ২ নম্বর প্র্যাকটিসে ৩৭ জন; ৩ নম্বর প্র্যাকটিসে ১৮ জন, ৪ নম্বর প্র্যাকটিসে ১০৫ জন; ৫ নম্বর প্র্যাকটিসে ১৪ জন; ৬ নম্বর প্র্যাকটিসে ১৭৪ জন; ৭ নম্বর প্র্যাকটিসে ৪ জন; ৮ নম্বর প্র্যাকটিসে ৩ জন; ৯ নম্বর প্র্যাকটিসে ১১ জন; ১০ নম্বর প্র্যাকটিসে ২ জন; ১১ নম্বর প্র্যাকটিসে ১০৮ জন; ১২ নম্বর প্র্যাকটিসে ৪৬২ জন; ১৩ নম্বর প্র্যাকটিসে ২ জন; ১৪ ও ১৫ নম্বর প্র্যাকটিসে ৪০ জন, ১৬ ও ১৭ নম্বর প্র্যাকট্রিসে ২৬৯ জন; ১৮ নম্বর প্র্যাকটিসে ৭ জন; ১৯ নম্বর প্র্যাকটিসে ২ জন; ২০ নম্বর প্র্যাকটিসে ২ জন। গড়ে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ১৭১%।

২. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের ইনডিকেটর-২ অনুযায়ী পরিবেশগত চর্চা প্রতিপালনে সন্তোষজনক বা ভালো অবস্থায় রয়েছে ৯০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তারা টেকসই পরিবেশগত চর্চা অনুশীলন করে আসছেন। সন্তোষজনক পরিবেশগত চর্চা পালনের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে পাঁচ তারকা উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৩. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের ইনডিকেটর-৩ অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশগত চর্চা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করেছে ৬০% নারী সদস্য ও ৯০% পুরুষ সদস্য। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত টেকসই পরিবেশগত চর্চা অনুশীলনে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়।

৪. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের কমপোনেন্ট-৪ এর ১ অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে আয়-বর্ধনকারী সাধারণ সেবার আওতায় ২৫ জন সেবা পেয়েছে, আয়-বহির্ভূত ২৪৮ জন সেবা পেয়েছে, ইকো লেভেলিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ে ১৭১৫ জন এমই সেবা পেয়েছে, ক্যাপসিটি বিল্ডিংয়ে ৬৭ জন পিও সেবা পেয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আশানুরূপ।

৫. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের কমপোনেন্ট-৫ অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ৬৭৬ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে তারা সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

৬. রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের কমপোনেন্ট-৬ অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে মোট ৬৭৯ জন উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা পেয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় প্রকল্পের অর্জন আশানুরূপ।

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত শিখনসমূহ

ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রকল্প এলাকায় চাল উৎপাদন কারখানাগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনগুলোর ফলে উক্ত এলাকায় একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা পাচ্ছে। অপরদিকে ভোক্তাগণ পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল খেতে পারছে। প্রকল্প হতে গৃহীত নানা প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ফুল গ্রেইন চালের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এছাড়াও এই উপ-প্রকল্পটির মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সম্পর্কিত নানা সেবা যেমন প্রশিক্ষণ, জ্ঞান, স্বল্প সুদে ঋণ, লজিস্টিক সহায়তা ইত্যাদি সরবরাহ করলে তারা নিজেরাই ব্যবসার উন্নত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। এছাড়াও, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যে শিখনগুলো আমরা অর্জন করতে পারি সেগুলো হচ্ছে :

- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান প্রদান করলে তারা সেটিকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ ব্যবসা প্রসার ও উন্নতি করতে পারে।
- উদ্যোক্তাদের ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে তারা নিজেরাই এই জাতের চাল উৎপাদন করতে পারছে। তবে এই ফুল গ্রেইন চাল বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।
- ফুল গ্রেইন চাল সাধারণ মানুষ খাচ্ছে, এর ফলে তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে।
- ফুল গ্রেইন চালের ব্যাপক বাজার তৈরি হয়েছে। ফলে ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনকারী মিলারের আয় আগের চেয়ে বেড়েছে।
- হাস্কিং মিলে উন্নতমানের কার্বন ট্রাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে কার্বন যেন বাতাসে উড়ে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি করতে পারবে না। যার ফলে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে রোধ হচ্ছে।
- স্বল্প সুদে বা নাম মাত্র সুদে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।
- ছাই প্যাকেজিং করে বিক্রয় করা হচ্ছে, প্রকল্প এলাকায় এর আগে কেউ তা করেনি।
- জমিতে পরিমিত পরিমাণে ছাই ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা বেড়েছে, অন্যদিকে ফলন উৎপাদন বাড়ার ফলে উদ্যোক্তার আয়ও বেড়েছে।
- পরিবেশ দূষণ রোধ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারলে তারা নিজেরাই বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরিতে সফলতা অর্জন করতে পারবে।
- হাস্কিং মিলগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও উন্নত চিমনি নিশ্চিত করা গেলে কর্মীবান্ধব ও সন্তোষজনক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নিজেরাও আগ্রহী হয়ে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- চিমনি ও বয়লার উন্নত হওয়ার ফলে পরিবেশের উন্নয়ন ও জ্বালানি সাশ্রয়ী হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তার আগের চেয়ে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পরিবেশ চর্চা বেড়েছে এবং টেকসই পরিবেশ চর্চা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাগণ তাদের উদ্যোগের কর্মপরিবেশ উন্নত করতে পেরেছে, যা তাদের ব্যবসায় তুলনামূলক একটি স্থায়ী অবস্থা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।
- মিলগুলোতে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বেড়েছে।

উপ-প্রকল্পের ধারণাসমূহের টেকসহিতা

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশ স্থায়ীত্বের চিত্র লক্ষ করা যায়। কেননা প্রকল্পটি উদ্যোক্তা পর্যায়ে, বিশেষত, ফুল গ্রেইন চালের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে যেভাবে কাজ করছে তাতে এই জাতের চালের একটি স্থায়ী উৎপাদক ও ভোক্তা গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে :

- হাস্কিং মিলগুলোর উৎপাদিত ফুল গ্রেইন চালের বাজারে অভিগম্যতা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে হাস্কিং মিলগুলোর উৎপাদিত ফুল গ্রেইন চাল টেকসই বাজার সৃষ্টি করবে বলে আশাবাদী।
- এসইপি উপ-প্রকল্পটি পরিবেশবান্ধব ইকো-ব্রিক্স অবকাঠামো নির্মাণে জমির উপরিভাগের মাটি টপ সয়েল ব্যবহার না করে সিমেন্ট, ছাই, বালু, পাথরগুঁড়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করানো হচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়নে জন্য ভূমিকা রাখবে।
- ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা টেকসই ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।
- এসইপি উপ-প্রকল্পটির মধ্য দিয়ে মিলগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্ম-উপযোগী পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যা টেকসই ব্যবসা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী উদ্যোক্তার পরিমাণ বেড়েছে। যার ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাল উৎপাদনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উপ-প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে উক্ত ব্যবসাগুচ্ছের পরিবেশগত সমস্যাসহ ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদনের ভ্যালু চেইনে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। এছাড়াও, ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদক আবুল কাসেমের সফলতার গল্প

মোঃ আবুল কাশেম, শিবগঞ্জ বাজার, ঠাকুরগাঁও সদর, হাস্কিং মিল ব্যবসায়ী ও ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদক। তিনি ২০২১ সালে ইএসডিও-এর সদস্য হন এবং শিবগঞ্জ শাখায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে হাস্কিং মিলে ডিস্টোনার মেশিন, এলিভেটর ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। তিনি তার হাস্কিং মিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই-হেলমেট-এপ্রোন), ফায়ার ইক্সটিংগুইজার, ফার্স্টএইড বক্স, স্বচ্ছ চালা, সচেতনতামূলক নোটিশ, ছাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডাস্টবিন, ওয়াটার ফিল্টার, ভেন্টিলেটর, বিশ্রাম রুমে ফ্যানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ ও এন্টারপ্রাইজ প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিবেশসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন বিষয়ে জানতে পারেন এবং ফুল গ্রেইন গাঞ্জিয়া, সিদ্ধ কাটারি, সুমন স্বর্ণা, ব্রি-৮৪ জিংক চাল উৎপাদন শুরু করেন। উৎপাদিত ফুল গ্রেইন চাল ইএসডিও -এসইপি প্রকল্প বাজার সংযোগ করে দেয়। ফলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করেন এবং ইএসডিএফ তার চাল ক্রয় করে সারা দেশে বিক্রিতে সহযোগিতা করছে। ইএসডিও-এসইপি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পরিবেশ সভা, অনলাইন ও অফলাইন মার্কেটিং, পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেটসহ এই ফুল গ্রেইন চালের মার্কেটিং করেছে। আগে প্রতিমাসে পাঁচ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করতেন, এখন মাসে দশ মেট্রিক টন ফুল গ্রেইন চাল উৎপাদন করেন এবং বাজারে সবগুলো চাল বিক্রি হয়ে যায়। এতে তাঁর আয় বেড়েছে ও লাভবান হচ্ছেন।

এই ফুল গ্রেইন চালে প্রচুর পুষ্টি ও আঁশ থাকায় লোকজন সচেতন হচ্ছে। ফলে বাজারে এই চালের প্রচুর চাহিদা আছে। বর্তমানে অনেকেই এই চাল খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের মঙ্গল এবং সফলতা কামনা করেছেন।

মোঃ আবুল কাশেম

সফলতার গল্প

পরিবেশ উন্নয়নে একজন সফল উদ্যোক্তার গল্প

ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের একজন সফল উদ্যোক্তা মোঃ আসিফ ইকবাল শিবগঞ্জ এলাকায় হাস্কিং মিলের পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। তিনি ২০২০ সালে ইএসডিও-এর সদস্য হন এবং পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে হাস্কিং মিলের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি তাঁর হাস্কিং মিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), অগ্নি নির্বাপক ফায়ার ইক্সটিংগুইজার, ফার্স্টএইড বক্স, স্বচ্ছ চালা, সচেতনতামূলক নোটিশ, ছাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং এসইপি প্রকল্পে যুক্ত হয়ে এলাকার ছাত্র, শিক্ষক, ইমাম, মিল মালিকদের নিয়ে পরিবেশ ক্লাব গঠন করেন। পরিবেশ ক্লাবের মধ্য দিয়ে হাস্কিং মিলের পরিবেশ উন্নয়নে মিলগুলোতে পিপিই, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ফাস্ট এইড বক্স, ছাইপিট, মুখে

মোঃ আসিফ ইকবাল

মাস্ক পড়া, পলিথিন, ছাই/বর্জ্য ব্যবহারে সচেতন করতে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, মসজিদে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন এবং নিয়মিত প্রচারণা চালান। তিনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাদের হাত-মুখ ধোয়া ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রাখা, এপ্রোন, হেলমেট, গামবুট ব্যবহারের জন্য মিলগুলোতে প্রচারণা চালান এবং মিল মালিকদের এগুলো বাস্তবায়ন করতে পরামর্শ দেন।

হাস্কিং মিলের ছাই কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন এবং নিজের জমিতে ছাই ব্যবহার করে উৎপাদিত ফসল বিভিন্ন সভা-সেমিনারে দেখান এবং অন্যদেরও কৃষি জমিতে ছাই ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট

শিবগঞ্জ এলাকায় তিনি নিরাপদ ফুল গ্রেইন চালের উৎপাদন করেছেন। এই ফুল গ্রেইন চাল ইএসডিও-এসইপি প্রকল্প বাজার সংযোগ করে দেয়, ফলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করেন এবং ইএসডিএফ-ও তার চাল ক্রয় করে সারা দেশে বিক্রিতে সহযোগিতা করছে। পরিবেশ এবং টেকসই সমাজ উন্নয়নের জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছন। পরিবেশ উন্নয়নে একজন সফল উদ্যোক্তা মোঃ আসিফ ইকবাল।

সফলতার গল্প

পরিবেশসম্মত উপায়ে ছাই ব্যবসা পরিচালনা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ দাসপাড়া মোড়ে প্রায় ১০ (দশ) বছর যাবৎ ছাই, লিটার বিক্রি করে আসছেন ইয়াসিন আলি। স্ত্রী ও তিন মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। স্থানীয় কৃষকদের কাছে ছাই বিক্রি করে বাড়তি আয় করেন। তিনি দিনাজপুর, সেতাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জের চাল কল থেকে ছাই কিনে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রির মধ্য দিয়ে কৃষি জমির জৈব উপাদান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ছাই কিনে নীল পলিথিন দিয়ে ঢেকে খোলা আকাশের নিচে ছাই স্তুপ করে মজুত রাখেন। ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর ইএসডিও শিবগঞ্জ শাখা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, তাঁর সাথে ২ জন সহকারী কাজ করেন।

২০২১ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে ছাই কেনার জন্য ঋণ বিষয়ে ইএসডিও-এর স্থানীয় ব্রাঞ্চের শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে যান। শাখা অফিসে গিয়ে তিনি ইএসডিও-সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি প্রথমবার ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ছাই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এসইপি ঋণ গ্রহণকালে ইয়াসিন আলি পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি রাখেন।

সফল উদ্যোক্তা: ছাই ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলী।

প্রতিশ্রুতিসমূহ :

* শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিরোধ ও নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করা।
* ফাস্ট এইড বক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা।
* ছাই ফেলার জন্য বর্জ্যপিট করা।

ইয়াসিন আলী

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত পরিবেশগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ :

পরিবেশগত উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বিগত কয়েক মাসে ইয়াসিন আলি কর্তৃক উদ্যোগে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয় এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডগুলো নিম্নরূপ :

১. শ্রমিকরা পিপিই হিসেবে হেলমেট, গ্লোভস, মাস্ক ব্যবহার করছে।

২. ফাস্ট এইড বক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে স্যাভলন, তুলা, ব্যান্ডেজ রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পরিমান পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করায় এবং নিয়মিত ১০-১২ জন ছাই ব্যবসায়ী পাইকারিভাবে তার নিকট হতে ছাই ক্রয় করায় শিবগঞ্জ শাখা হতে হাসান আলীকে ২য় দফায় ২ লক্ষ টাকা সাধারণ সেবা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশসম্মত উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করায় ইএসডিও-এসইপি প্রকল্প হতে আয় বহির্ভূত খাতের আওতায় ছাই শেড নির্মাণ করার উদ্যাগ নেওয়া হয়েছে।

সফলতার গল্প

সুদক্ষ ব্যবসায়ী সুরেশ চন্দ্র সাহার সফলতার গল্প

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সুরেশ চন্দ্র সাহা

সুরেশ চন্দ্র সাহা দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার কালীতলা এলাকায় বসবাস করেন। ৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার সংসার। তিনি এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং জন্ম থেকেই এই এলাকায় বসবাস করে আসছেন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সুরেশ চন্দ্র সাহা সবার বড়ো। সংসারে অভাব-অনটন থাকায় এসএসসি পাশ করেই পড়াশোনা বাদ দিয়ে তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়। শুরুতেই ১৯৮২ সালে তিনি ৫০০ টাকা দিয়ে চাল ব্যবসা দোকান শুরু করেন। এই চাল ব্যবসা দিয়ে সুরেশ চন্দ্র সাহার ভাগ্যের পরিবর্তন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসার পরিধি বাড়ে আয়ও বাড়তে থাকে। এভাবেই তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়ান এবং পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে দুইটি দোকান ১০ বছরের জন্য ভাড়া নেন এবং ছেলেসহ চাল ব্যবসা শুরু করেন। শুরুতে পুঁজি কম ছিল তাই ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণও কম ছিল, কিন্তু পুঁজি বাড়ানোর কোনো উপায় না থাকায় তিনি এভাবেই কোনোরকমে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর ২০২০ সালে তিনি ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) সদস্য হন এবং ঋণ নিয়ে পুরোদমে চাল ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি খুব সচ্ছলভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন এবং উপার্জনের পরিমাণও বেড়েছে। তিনি পরিবেশ সম্মতভাবে ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের উৎপাদিত পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চাল বিক্রয় করছেন। বর্তমানে আগের চেয়ে চাল ব্যবসা বেশি হচ্ছে এবং তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে পুষ্টিকর ফুল গ্রেইন চাল অর্ডার পাচ্ছেন ও বিক্রিও আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এই চাল ব্যবসা করে অনেক খুশি ও সুখে শান্তিতে বসবাস করে চলছেন।

উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ

উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ

ফটো গ্যালারি

এসইপি প্রকল্পের কর্মীদের ভিত্তি প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী সভা ২০২০

ইএসডিও এসইপি (চাল প্রক্রিয়াজাতকরন)
উপ প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা , দিনাজপুর ।

বিশ্বব্যাংকের টিমের সাথে ইএসডিও টিম

বিশ্বব্যাংক টিম ও ইএসডিও নির্বাহী পরিচালক

ফটো গ্যালারি

এফএও-এর স্পেশালিস্ট এর ভিজিট

পিকেএসএফ মাঠ পরিদর্শন ২০২২

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ,
ইএসডিও-এর ৩৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি মেলায় এসইপি স্টল পরিদর্শন ২০২৩

ফটো গ্যালারি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন, দিনাজপুর

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন, দিনাজপুর

পাবলিক টয়লেট উদ্বোধন ও পিকেএসএফ এর মাঠ পরিদর্শন

ফটো গ্যালারি

একচেঞ্জ ভিজিট বগুড়া -২০২২

এমই একচেঞ্জ ভিজিট বগুড়া -২০২২

ফটো গ্যালারি

ইএসডিও এসইপি (চাল প্রক্রিয়াজাতকরন) উপ প্রকল্পের লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ , ঠাকুরগাঁও, ২০২২

৫ম জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন উপলক্ষে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প ২০২২

ফটো গ্যালারি

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর বগুড়া, ২০২২

সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা সভা, দিনাজপুর, ২০২২

ফটো গ্যালারি

পিকেএসএফ ভিজিট ২০২২

পিকেএসএফ ভিজিট ২০২২

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

ইএসডিও-এসইপি প্রজেক্ট অফিস
উত্তর বালুবাড়ি, দিনাজপুর সদর
দিনাজপুর-৫২০০
মোবাইলঃ ০১৭৩১১৭১০৪৩
ই-মেইলঃ esdosep@gmail.com

ঠাকুরগাঁও অফিস
ইএসডিও প্রধান কার্যালয়
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর)
ঠাকুরগাও-৫১০০
ফোনঃ ০৫৬১-৫২১৪৯, মোবাইলঃ ০১৭১৮৮৩৬৩৭৯
ই-মেইলঃ esdobangladesh@hotmail.com
esdosep@gmail.com